উন্নয়ন বিষয়ক ত্রৈমাসিক

ঘাসফুল বার্তা

বর্ষ ৭
সংখ্যা ৩
জুলাই-সেপ্টেম্বর ২০০৮

বৃক্ষরোপন, পরিচর্যা এবং বৃক্ষের যথাযথ সংরক্ষণের আহ্বান

মাস ব্যাপী ঘাসফুলের বৃক্ষরোপন কর্মসূচী সম্পন্ন

ইএসপি স্কুলের শিক্ষার্থীদের হাতে গাছের চারা বিতরণ করছেন (বাম থেকে) পটিয়া উপজেলার ৪ নং কোলাগাঁও ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান নুর আলী চৌধুরী, ঘাসফুল নির্বাহী পরিচালক আফতাবুর রহমান জাফরী ও ব্র্যাকের টিএসএম প্রেমানন্দ দাস।

ঝড়, জলোচ্ছ্বাস, বন্যা, সুনামী, সাইক্লোন, ভূমিকম্প সহ আরো বিভিন্ন রকমের প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবেলার জন্য বর্তমান পৃথিবীর মানব সম্প্রদায়কে সর্বদা প্রস্তুত থাকতে হয়। পরিবেশবিদেরা আবহাওয়া ও জলবায়ু পরিবর্তন নিয়ে উচ্চারণ করে চলছে বিভিন্ন ধরনের সতর্কবাণী। হিমালয় পর্বতশৃঙ্গ হাজার বছর ধরে এই অঞ্চলের আবহাওয়ার গতি প্রকৃতি নির্ধারণ করে আসলেও সম্প্রতি হিমালয়ের অবস্থান সরে যাওয়ার কথা দাবি করছে পরিবেশবাদী সংগঠনগুলো। হিমালয়ের অবস্থান যদি সত্যিই সরে যায় তবে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার আবহাওয়ার গতি প্রকৃতিতে আসবে ব্যাপক এক পরিবর্তন। যা সমগ্র প্রাণীকূলের অস্তিত্বের জন্য হুমকী হয়ে দাঁড়াবে। হিমবাহগুলি থেকে ধারাবাহিক ভাবে অতিরিক্ত বরফ গলার ফলে সমুদ্র পৃষ্ঠের উচ্চতা বাড়তে শুরু করছে। ফলে অদূর ভবিষ্যতে আমাদের উপকূলীয় এলাকার বিশাল একটি জনগোষ্ঠী জলবায়ু উদ্বাস্তুতে পরিণত হওয়ার হুমকীর মধ্যে রয়েছে। ভূগর্ভস্থ পানির স্তর নিচে নেমে যাওয়ার ফলে আমাদের উত্তরাঞ্চলীয় জেলা সমূহের পলি বাহিত সমতল ভূমি, মরুভূমিতে পরিণত হওয়ার লক্ষণ দেখা যাচ্ছে। এমতাবস্থায় পরিবেশ রক্ষার সাথে নিজেদের সম্পৃক্ত করা আমাদের সকলেরই দায়িত্ব। বিশেষ করে আগামী দিনের নাগরিক শিশু কিশোরদের মাঝে বৃক্ষ রোপন সহ পরিবেশ রক্ষার অন্যান্য বিষয়গুলিতে সচেতনতা গড়ে তোলা অতীব জরুরী। উন্নয়ন সংস্থা ঘাসফুল গত ১ যুগ ধরে কর্মএলাকার শিশুদেরকে নিয়ে বৃক্ষ রোপন ও পরিবেশ উন্নয়ন কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছে। এরই ধারাবাহিকতায় বিগত জুলাই ও আগস্ট মাসে কর্মএলাকার শিশুদের মাঝে গাছের চারা বিতরণের পাশাপাশি রোপনকৃত চারা সমূহের (৬ষ্ঠ পৃষ্ঠায় দেখুন)

অগ্নিকান্ডে ক্ষতিগ্রস্তদের পাশে ঘাসফুল পরিবার

ক্ষতিগ্রস্তদের হাতে ত্রাণসামগ্রী বিতরণ করছেন ঘাসফুল পরিবারের সদস্যবৃন্দ

ঘাসফুল কর্মএলাকা চট্টগ্রামের তাতিয়ারী কলেজ পাড়ায় গত ২৭ জুলাই এক ভয়াবহ অগ্নিকান্ড সংগঠিত হয়। অগ্নিকান্ডের ভয়াবহতায় কলেজ পাড়ায় বসবাসকারী পরিবারগুলো প্রায় নিঃস্ব হয়ে পড়ে। আগুনের লেলিহান শিখা থেকে নিজেদের জীবন বাঁচাতে এলাকার জনগোষ্ঠী প্রায় নিঃস্বশূন্য হয়ে পড়েছিল। ঘরের বিছানা-পত্র থেকে শুরু করে টাকা-পয়সা, পোশাক-পরিচ্ছেদ, হাড়ি-পাতিল ও অন্যান্য তৈজস পত্র সহ কোন কিছুই রক্ষা পায়নি। ২৮ জুলাই সকাল বেলা থেকে ক্ষতিগ্রস্ত এলাকার জনগণ এক প্রকার খোলা আকাশের (৩য় পৃষ্ঠায় দেখুন)

পোশাক শিল্পের কর্মীদের এইডস সচেতনতার বাইরে রেখে এইডস মুক্ত জাতি গঠন সম্ভব নয়

এমএসই কার্যক্রমে পোশাক শিল্পের কর্মীরা

বাংলাদেশের রপ্তানী আয়ের সিংহ ভাগ অর্জিত হয় পোশাক শিল্প খাত থেকে। পোশাক শিল্পের কর্মীদের অক্লান্ত পরিশ্রম আমাদের জাতীয় অর্থনীতিতে রাখছে বিশাল অবদান। এই খাতে নিয়োজিত জনগোষ্ঠীর প্রায় ৮০ শতাংশ মহিলা। এদের মধ্যে অধিকাংশই ১৮ থেকে ৩০ বৎসর বয়সী। বয়স সীমার এই স্তরের জনগোষ্ঠীই অধিকাংশ ক্ষেত্রে মরণব্যাধি এইডস এর সহজ শিকারে পরিণত হয়। এইডসের ভয়াবহ ছোবলে বিপর্যস্ত দেশ গুলির মধ্যে অন্যতম হচ্ছে মায়ানমার। মায়ানমার এবং বন্দর সংলগ্ন এলাকায় অবস্থিত হওয়ার কারণে চট্টগ্রামকে এইডসের জন্য ঝুকিপূর্ণ এলাকা হিসাবে বিবেচনা করা হচ্ছে। দেশের দ্বিতীয় বৃহত্তম শহর হিসাবে দেশের বিভিন্ন প্রান্তের জনগোষ্ঠী কর্মের সন্ধানে চট্টগ্রামে বসবাস করে। এইডস মুক্ত জাতি গঠনের জন্য চট্টগ্রামে বসবাসকারী জনগোষ্ঠীকে এইডস সচেতনতা কার্যক্রমের আওতায় আনা অতীব জরুরী। কিন্তু যথাসময়ে পোশাক রপ্তানী করার বাধ্যবাধকতা থাকার কারণে পোশাক শিল্পের শ্রমিকদের দিনের অধিকাংশ সময় কর্মস্থলে থাকতে হয়। যার ফলে পোশাক শিল্পের শ্রমিকেরা এইডস সচেতনতা কার্যক্রম সহ অন্যান্য স্বাস্থ্য সেবা মূলক কার্যক্রম এর বাইরে থেকে যায়। উন্নয়ন সংস্থা ঘাসফুল নগরীর ৩২ টি (৭ম পৃষ্ঠায় দেখুন)

চট্টগ্রাম জেলা পরিষদ মিলনায়তনে হেলপ লাইন সার্ভিস বিষয়ক কর্মশালা অনুষ্ঠিত

শিশুদেরকে দেশ ও জাতির যোগ্য নাগরিক হিসাবে গড়ে তোলার লক্ষ্যে ঘাসফুল দীর্ঘদিন ধরে বিভিন্ন ধরনের কর্মকান্ড পরিচালনা করে আসছে। ঘাসফুল ২০০৬ সাল থেকে বাংলাদেশ শিশু অধিকার ফোরামের নির্বাচিত নির্বাহী সদস্য হিসাবে দায়িত্ব পালন করছে। বাংলাদেশ শিশু অধিকার ফোরামের Networking and Advocacy for Child rights in Bangladesh (NACR) প্রকল্পের আওতায় পরিচালিত চট্টগ্রাম বিভাগের হেলপ লাইন সার্ভিস বিষয়ক কর্মশালা ঘাসফুলের আয়োজনে গত ৩১ আগস্ট ২০০৮ তারিখে চট্টগ্রাম জেলা পরিষদ মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত হয়। ঘাসফুল আয়োজিত উক্ত কর্মশালায় দরিদ্র ও বিপদ্ন শিশুদের সহায়তার জন্য বাংলাদেশ শিশু অধিকার ফোরাম কর্তৃক পরিচালিত হেলপ লাইন কিভাবে আরো কার্যকরী করে তোলা যায় সে বিষয়ে কর্মশালায় অংশগ্রহণকারী সকলে দলীয় কার্যক্রমের মাধ্যমে মতামত প্রদান করেন। ঘাসফুল প্রতিষ্ঠাতা ও চেয়ারম্যান শামসুন্নাহার রহমান পরাণের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত কর্মশালায় অংশগ্রহণকারীরা হেলপ লাইন টেলিফোন সার্ভিস টোল ফ্রি করণের মতামত প্রদান করেন। সভায় বক্তারা অভিমত ব্যক্ত করে বলেন শিশু অধিকার রক্ষায় সরকার ও এনজিও সমূহের পাশাপাশি আমাদের সকলের ব্যক্তিগত উদ্যোগ অত্যন্ত বাঞ্ছনীয়। রাষ্ট্রের প্রতিটি নাগরিক শিশু অধিকার রক্ষায় সচেতন হলেই কেবল হেলপ লাইন টেলিফোন সার্ভিসের মত মহতী উদ্যোগ সমূহ সফলতা লাভ করবে। কর্মশালায় বক্তব্য রাখেন চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের ৩০ নং ওয়ার্ডের কাউন্সিলর জনাব ইকবাল হাফিজ যুবরাজ, পাহাড়তলী থানার শিক্ষা অফিসার জনাব রবিউল হোসেন, বাংলাদেশ শিক্ষক সমিতি চট্টগ্রাম আঞ্চলিক শাখার সভাপতি জনাব আব্দুল ওহাব চৌধুরী ও ইউসেপ চট্টগ্রাম এর বিভাগীয় সমন্বয়কারী নুরজাহান শামীম। কর্মশালায় সহায়কের দায়িত্ব পালন করেন BSAF এর সমন্বয়কারী জনাব মাইনুদ্দীন আহম্মেদ ও ঘাসফুলের জুনিয়র শিক্ষা অফিসার তাসলিমা আক্তার। এনজিও প্রধান ও প্রতিনিধি, স্কুল শিক্ষক, পেশাজীবি, মিডিয়া প্রতিনিধি সহ বিভাগীয় শিশু ফোরামের সদস্যদের সক্রিয় অংশগ্রহনের মাধ্যমে কর্মশালা স্বার্থক ও প্রাণবন্ত হয়ে উঠে। ঘাসফুল সহকারী পরিচালক আলজুমান বানু লিমার স্বাগত বক্তব্য এবং BSAF এর সার্বিক কর্মকান্ডের উপর একটি মাল্টিমিডিয়া উপস্থাপনার মাধ্যমে কর্মশালার কার্যক্রম শুরু হয়।

কর্মশালায় বক্তব্য রাখছেন (বাম থেকে) ইউসেপ এর বিভাগীয় সমন্বয়কারী নুরজাহান শামীম, ঘাসফুল চেয়ারম্যান শামসুন্নাহার রহমান পরাণ, পাহাড়তলী থানার শিক্ষা অফিসার জনাব রবিউল হোসেন, চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের ৩০ নং ওয়ার্ডের কাউন্সিলর জনাব ইকবাল হাফিজ যুবরাজ

এনএফপিই স্কুলের শিক্ষিকাদের মৌলিক প্রশিক্ষণ সম্পন্ন

কর্মএলাকার দরিদ্র ও বঞ্চিত শিশুদের মাঝে প্রাথমিক শিক্ষা বিতরণের লক্ষ্যে ঘাসফুল সরকারী পাঠ্যসূচী অনুযায়ী এনএফপিই কার্যক্রম পরিচালনা করেছে। এনএফপিই শিক্ষিকাদের দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য ঘাসফুল শিক্ষা বিভাগের নিয়মিত কার্যক্রমের অংশ হিসাবে মৌলিক প্রশিক্ষণ সহ সংশ্লিষ্ট অন্যান্য বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করে আসছে। এরই ধারাবাহিকতায় গত ১২-১৪ আগস্ট ৩ দিন ব্যাপী ঘাসফুল এনএফপিই স্কুলের শিক্ষিকাদের মৌলিক প্রশিক্ষণ সম্পন্ন হয়। ঘাসফুলে প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে অনুষ্ঠিত উক্ত প্রশিক্ষণে স্কুল পরিচালনা পদ্ধতি, পাঠদান পদ্ধতি, শিশুদের স্কুল মুখী করণের পদ্ধতি সহ সহপাঠ কার্যক্রমের বিষয় সমূহ নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়।

এশিয়া-প্যাসিফিক রিজিওনাল মাইক্রোক্রেডিট সামিট ২০০৮ এ ঘাসফুলের অংশগ্রহন

গত ২৭ থেকে ৩১ জুলাই ২০০৮ পর্যন্ত ইন্দোনেশিয়ার বালিতে অনুষ্ঠিত হয়ে গেল এশিয়া-প্যাসিফিক রিজিওনাল মাইক্রোক্রেডিট সামিট ২০০৮। ৫ দিন ব্যাপী পরিচালিত উক্ত সামিটে সারা পৃথিবীর ৪০ টি দেশের প্রায় ১ হাজার প্রতিনিধি উপস্থিত ছিলেন। নোবেল বিজয়ী ডঃ মোহম্মদ ইউনুসের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সামিটের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বাংলাদেশ এর প্রতিনিধি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন বিভিন্ন উন্নয়ন সংস্থার কর্মকর্তাবৃন্দ, মাইক্রোফিনেন্স প্র্যাকটিশনার, গবেষক ও নীতিনির্ধারকবৃন্দ। ঘাসফুল নির্বাহী পরিচালক আফতাবুর রহমান জাফরী ও সহকারী পরিচালক লুৎফুল কবির চৌধুরী শিমুল সামিটে যোগদানের উদ্দেশ্যে গত ২৫ জুলাই বাংলাদেশ ত্যাগ করে এবং সামিট শেষে ১ আগস্ট দেশে ফিরে আসেন।

অন্যান্য প্রশিক্ষণ সমূহ

গত ১৯ জুলাই থেকে ২২ জুলাই ২০০৮ পর্যন্ত ৪ দিন ব্যাপী "দলীয় গতিশীলতা, সঞ্চয় ও ক্ষুদ্র ঋণ ব্যবস্থাপনা বিষয়ক প্রশিক্ষণ ইপসা ট্রেনিং সেন্টারে অনুষ্ঠিত হয়। পিকেএসএফ আয়োজিত উক্ত প্রশিক্ষণে প্রশিক্ষনার্থী হিসাবে অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন ঘাসফুলের ঋণ কর্মকর্তা মোঃ জসিম উদ্দীন এবং শেখ সাইফুল ইসলাম।

বাংলাদেশ মহিলা আইনজীবি সমিতি কতৃক আয়োজিত আইন ও সচেতনতা বিষয়ক প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণ করেন ঘাসফুলের প্রশাসনিক কর্মকর্তা সৈয়দ মাহমুদুর রশীদ। গত ১৯ আগস্ট থেকে ২০ আগস্ট পর্যন্ত ২ দিন ব্যাপী উক্ত প্রশিক্ষণ চট্টগ্রাম ক্লাবে অনুষ্ঠিত হয়।

গত ৩০ ও ৩১ আগস্ট "টেকসই পল্লী তথ্য কেন্দ্র বিনির্মাণ" বিষয়ক কর্মশালায় অংশগ্রহণ করেন ঘাসফুলের নির্বাহী পরিচালক আফতাবুর রহমান জাফরী এবং সহকারী পরিচালক আবু জাফর সরদার। ডি.লেট আয়োজিত ২ দিন ব্যাপী কর্মশালা কুমিল্লা বার্ড সেন্টারে অনুষ্ঠিত হয়।

ঘাসফুল ক্ষুদ্র ঋণ কার্যক্রম জোন ১ এর উদ্যোগে দিন ব্যাপী কর্মশালা সম্পন্ন

ক্ষুদ্র ঋণ কার্যক্রম সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের কর্মসূচী পরিচালনায় দক্ষতা বৃদ্ধি করার লক্ষ্যে গত ১৬ আগস্ট ২০০৮ তারিখে ঘাসফুল প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে দিন ব্যাপী কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। ঘাসফুল ক্ষুদ্র ঋণ কার্যক্রম জোন ১ এর উদ্যোগে পরিচালিত দিনব্যাপী কর্মশালায় ঘাসফুল কাট্টলী ও হালিশহর শাখাসহ মাদারবাড়ী ২ ও ৫ শাখার কর্মকর্তাগন উপস্থিত ছিলেন। অংশগ্রহন মুলক পদ্ধতিতে পরিচালিত কর্মশালায় ঘাসফুল সঞ্চয় ও ঋণ কার্যক্রম বিধি বিস্তারিত আলোচনা করা হয়। কর্মশালায় অংশগ্রহনকারীরা ঋণ কার্যক্রম পরিচালনায় বাধা দুর করার জন্য বেশ কিছু প্রস্তাব সুপারিশ আকারে তুলে ধরেন।

সম্পাদকীয়

বর্ষ ৭, সংখ্যা ৩, জুলাই-সেপ্টেম্বর ২০০৮

তথ্য প্রাপ্তির অধিকার প্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়ে গড়ে উঠুক সোনার বাংলাদেশ

আজ থেকে ২০ বৎসর আগেও এই দেশের আপামর জনগোষ্ঠীর জন্য দেশ বিদেশের যে কোন প্রকার সংবাদ জানার প্রধান মাধ্যম ছিল রেডিও। টেলিভিশনের দেখা মেলত কোথাও কোথাও। তবে তা অনেকটাই শহরেই সীমাবদ্ধ ছিল। গ্রামের হাঁট গুলিতে চায়ের দোকানে এবং শহরের বিত্তবানদের বাসভবনে দু একটি টেলিভিশনের দেখা মেলত। তবে রেডিও ছিল সবচেয়ে শক্তিশালী গণমাধ্যম। রেডিও টেলিভিশনে প্রচারিত সংবাদই ছিল বাংলাদেশের মানুষের সংবাদ অথবা তথ্য জানার এক মাত্র অবলম্বন। বিগত দুই দশকের ব্যবধানে তথ্যপ্রাপ্তির ক্ষেত্রে এসেছে আমূল পরিবর্তন। বিশেষ করে নব্বইয়ের দশকের সূচনাকাল থেকে এই দেশের সংবাদপত্র শিল্পের প্রসারতা দিন দিন বৃদ্ধি পেতে থাকে। সংবাদ পত্রের কল্যানে বর্তমান প্রজন্ম দেশের আদি ইতিহাস থেকে শুরু করে বর্তমানের হালহকিকত এবং ভবিষ্যতের কর্মপন্থা পর্যন্ত অবগত থাকে। আবার সম্প্রতি ইন্টারনেটকেও দেশের একটি শক্তিশালী গণমাধ্যম বলে বিবেচনা করা হচ্ছে। গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলোতে গণমাধ্যমের উপর সরকারী নিয়ন্ত্রন এতই শিথিল করা হয়েছে যে গণমাধ্যম সমূহ কোন কোন ক্ষেত্রে পার্লামেন্টের ভূমিকা পালন করছে। রাষ্ট্রীয় আয় ব্যয় থেকে শুরু করে রাষ্ট্র পরিচালনায় সরকারী নীতি এমনকি বৈদেশিক নীতি প্রনয়নের ক্ষেত্রেও গণমাধ্যম সমূহ পালন করছে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা। শত বাধা বিপত্তি এবং সীমাবদ্ধতা সত্বেও আমাদের দেশে গণমাধ্যমসমূহ মত প্রকাশের ক্ষেত্রে পৃথিবীর উন্নত ও গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলোর তুলনায় খুব একটা পিছিয়ে আছে এই দাবী করা অমূলক হবে। তথাপিও তথ্য প্রাপ্তির ক্ষেত্রে সচেতন নাগরিকদের একটি হতাশার বিষয় রয়েছে। ব্রিটিশ উপনিবেশ বাদ থেকে আমাদের মুক্তির বয়স অর্ধশতক বছর অতিক্রম করেছে। কিন্তু উপনৈবশিক শাসন নীতি মালা থেকে আজো আমাদের পুরোপুরি মুক্তি মেলেনি। যার ফলে গ্রামের এক জন সাধারণ গরীব কৃষক আজো জানেনা তাকে কেন ইউনিয়ন পরিষদের ট্যাক্স দিতে হয়? নাগরিক হিসাবে ইউনিয়ন পরিষদের কাছ থেকে তার প্রাপ্য অধিকার সম্পর্কেও সে সচেতন নয়। ফলে এক দিকে ইউনিয়ন পরিষদ সমূহ যেমন নাগরিকদের অধিকার সমূহ পূরণের ব্যাপারে সচেতন নয়, তেমনি গ্রামীণ গরীব কৃষকটিও ইউনিয়ন পরিষদের ট্যাক্স পরিশোধে অনাগ্রহ প্রকাশ করে। ফলে রাষ্ট্র নাগরিকের কাছ থেকে কর আদায়ে ব্যর্থ হচ্ছে। তেমনি নাগরিকেরাও স্থানীয় সরকারের কাছ থেকে প্রাপ্ত অধিকার থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। এই ভাবে স্থানীয় সরকার কাঠামো থেকে শুরু করে জাতীয় প্রতিষ্ঠানগুলোর সাথে জনগনের একটি বিশাল দূরত্ব রয়েছে। কিন্তু রাষ্ট্র পরিচালনায় জনগনের সম্পৃক্ততাকে বাদ দিয়ে আধুনিক সফল রাষ্ট্র গঠন সম্ভব নয়। জনগনের শতভাগ অংশগ্রহন ব্যতীত গণতন্ত্রের ফর দি পিপল, বাই দি পিপল, অফ দি পিপল এর ধারণা এরিষ্টটলের বাণীতে সীমাবদ্ধ থেকে যাবে। রাষ্ট্রের প্রতি যেমন নাগরিকের দায়িত্ব ও কর্তব্য রয়েছে তেমনি নাগরিকের প্রতিও রাষ্ট্রের দায়বদ্ধতা রয়েছে। রাষ্ট্র পরিচালনার ক্ষেত্রে জনগন ও সরকারের মাঝে যোগ সূত্রের কথা বহু আগ থেকে বলা হচ্ছে। আর এই যোগ সূত্র গড়ে তোলার জন্য প্রয়োজন জনগনের মাঝে রাষ্ট্রীয় তথ্যের অবাধ প্রবাহ। জনগনকে অন্ধকারে রেখে, তথ্য জানার অধিকারকে পাশ কাটিয়ে জনগনের মৌলিক মানবাধিকার রক্ষা সম্ভব নয়। এই ভাবনা থেকেই জাতিসংঘ ঘোষণা মোতাবেক ১৯৪৬ সাল থেকে তথ্য প্রাপ্তির অধিকার, সকল অধিকারের পরশ পাথর বলে বিবেচিত হয়ে আসছে। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের সংবিধানেও জনগনের তথ্য প্রাপ্তির অধিকারকে বিভিন্ন ভাবে স্বীকার করা হয়েছে। জনগনের তথ্য অধিকার প্রতিষ্ঠা ব্যাতীত স্বচ্ছ ও জবাবদীহি মূলক সরকার গঠন সম্ভব নয়। এই বাস্তবতাকে সামনে রেখে ২০০২ সালের ২৮ সেপ্টেম্বর বুলগেরিয়ার রাজধানী সোফিয়ায় উন্নয়ন কর্মীদের এক সম্মেলন থেকে ২৮ সেপ্টেম্বর আন্তর্জাতিক তথ্য অধিকার দিবস হিসাবে পালনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। রাষ্ট্র পরিচালনায় তথ্য প্রদানের এই নীতি রাষ্ট্র নীতিতে এক নবতর সংযোজন যা খুব দ্রুত বিশ্বব্যাপী জনপ্রিয়তা অর্জন করেছে। বাংলাদেশে মানুষের জন্য ফাউন্ডেশন ২০০২ সাল থেকে তথ্য অধিকার প্রতিষ্ঠায় সামাজিক আন্দোলন সৃষ্টির পাশাপাশি বিভিন্ন মুখী এডভোকেসী কার্যক্রম পরিচালনা করছে। বাংলাদেশ সরকারও নাগরিকের তথ্য প্রাপ্তির অধিকারকে ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গীতে গ্রহন করেছে। ২০০৮ সালের ২০ সেপ্টেম্বর বিশ্বের ৭৫তম দেশ হিসাবে বাংলাদেশে সরকারী ভাবে তথ্য অধিকার অধ্যাদেশ ২০০৮ অনুমোদন করা হয়েছে। সরকারী বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান সমূহ এর মধ্যে সিটিজেন চার্টার প্রকাশ করতে শুরু করেছে। সংবাদ পত্র ও ওয়েবসাইটের মাধ্যমে সরকারী বিভিন্ন তথ্য খোলামেলা আকারে প্রকাশ করা হচ্ছে। সরকারের পাশাপাশি মানুষের জন্য ফাউন্ডেশনের ১২৭ টি সহযোগি সংস্থা বিভিন্নমুখী কর্মকান্ড পরিচালনা করছে। সরকারী মিডিয়াগুলিতে জনগনের অধিকার ও দাবী সম্বলিত প্রচারণা চালানো হচ্ছে। কম্পিউটার প্রযুক্তির মাধ্যমে সকল প্রকার তথ্য জনগনের দোরগোড়ায় পৌছে দেওয়ার প্রত্যয় নিয়ে ২০১১ সাল নাগাদ সারাদেশে ৪০ হাজার টেলিসেন্টার গঠনের উদ্যোগও প্রশংসনীয়। সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্য মাত্রা অর্জনের জন্য তথ্যের অবাধ প্রবাহের কোন বিকল্প নেই। অবাধ তথ্য প্রবাহের কল্যানে সৃষ্টি হবে অধিকার সচেতন ও দায়িত্ববান নাগরিক। অধিকার সচেতনতাই নাগরিকদের মাঝে রাষ্ট্রের প্রতি দায়বদ্ধতা তৈরী করে। অবাধ তথ্য প্রবাহ সৃষ্টির মাধ্যমে অধিকার সচেতন ও দায়িত্ববান নাগরিক গড়ে তোলার মধ্যে দিয়েই পূর্ণতা পাবে মহান স্বাধীনতা যুদ্ধের ৩০ লাখ শহীদের স্বপ্ন সাধ। পরবর্তীতে প্রজন্মের জন্য আমরা রেখে যেতে পারবো একটি বৈষম্যহীন সমাজব্যবস্থা, দূর্নীতি ও স্বজনপ্রীতি মুক্ত প্রশাসন এবং স্বচ্ছ ও জবাবদীহিতা সমেত জনপ্রতিনিধিত্ব মূলক সরকার।

ফিরে দেখা

বালির ক্ষুদ্র ঋণ সামিট

■ লুৎফুল কবির চৌধুরী শিমুল ■

বর্তমান বিশ্বে ক্ষুদ্র ঋণ দারিদ্র বিমোচনের শক্তিশালী হাতিয়ার হিসেবে পরিগণিত হয়েছে। ডঃ মুহম্মদ ইউনুস ও গ্রামীন ব্যাংকের নোবেল বিজয় দারিদ্র বিমোচনে ক্ষুদ্র ঋণের অবস্থান ও স্বীকৃতিকে আরো পাকাপোক্ত করেছে। ৮০র দশকে ক্ষুদ্র ঋণ ব্যাপক সাড়া জাগানোর পর থেকে বিশ্বের প্রায় সব মহলে বিশেষত : উদ্যোক্তা, গবেষক, সমাজকর্মীদের মাঝে এর বিশেষত্ব নিয়ে দিন দিন কৌতুহল বাড়ছে। ক্ষুদ্র ঋণ দারিদ্র বিমোচনে একটি চলমান কর্মসূচী। এর পরিবর্তন, পরিবর্ধন ও উন্নয়ন অপরিহার্য। এই বিবেচনায় ক্ষুদ্র ঋণের সাফল্য অব্যাহত রাখার লক্ষ্যে এর সাথে সংশ্লিষ্ট মহল প্রতিনিয়তই বিভিন্ন ধরণের উদ্যোগ গ্রহণ করছে। ১৯৯৭ সালে ওয়াশিংটনে অনুষ্ঠিত প্রথম মাইক্রোক্রেডিট সামিটের মধ্যে দিয়ে সূচনা হয় মাইক্রোক্রেডিট সামিট ক্যাম্পেইনের যাত্রা। বর্তমানে বিশ্বের দরিদ্রতা সমস্যা নিরসনে ক্ষুদ্র ঋণ কার্যক্রমে নেতৃত্ব, সহায়তা ও নির্দেশনা প্রদান করে যাচ্ছে এই প্রতিষ্ঠানটি। মাইক্রোক্রেডিট সামিট ক্যাম্পেইন মূলত মূলত সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্য মাত্রা অর্জনের নিমিত্তে দরিদ্র নিরসনে কাজ করছে। এর প্রধান দুটি লক্ষ্য হলো ২০১৫ সালের মধ্যে ১৭৫ মিলিয়ন দরিদ্র পরিবার বিশেষত নারী সদস্যদের আত্মকর্মসংস্থান ও অন্যান্য আর্থিক সেবার জন্য ঋণ সুবিধা নিশ্চিত করানো। এবং ১৯৯০ হতে ২০১৫ সালের মধ্যে ১০০ মিলিয়ন দরিদ্র পরিবারের দৈনিক মাথাপিছু আয় ১ ডলারের অধিক উন্নীত করা। মাইক্রোক্রেডিট সামিট ক্যাম্পেইন এই ধারাবাহিকতায় আয়োজন করে এশিয়া-প্যাসিফিক রিজওনাল মাইক্রোক্রেডিট সামিট ২০০৮'। পৃথিবীর বৃহত্তম মুসলিম রাষ্ট্র ইন্দোনেশিয়ার পর্যটন নগরী বালির ইন্টারন্যাশনাল কনভেনশান সেন্টারে গত গত ২৭ জুলাই হতে ৩১ জুলাই পর্যন্ত সামিট অনুষ্ঠিত হয়। সামিটের যে উদ্দেশ্য বর্ণনা করা হয় তা হলো summit will offer the opportunity for microcredit practioners, advocates, investors, donors and others committed to the summit goals to assess progress, discuss challenges to achieving the new goals for 2015, and identify strategies for overcoming those challenges. গণপ্রজাতন্ত্রী ইন্দোনেশিয়ার রাষ্ট্রপতি Mr Susilo Bambang Yudhoyono ২৮ জুলাই সামিটের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন। বর্ণাঢ্য উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে (৫ম পৃষ্ঠায় দেখুন)

> ২০১৫ সালের মধ্যে ১৭৫ মিলিয়ন দরিদ্র পরিবার বিশেষত নারী সদস্যদের আত্মকর্মসংস্থান ও অন্যান্য আর্থিক সেবার জন্য ঋণ সুবিধা নিশ্চিত করানো। এবং ১৯৯০ হতে ২০১৫ সালের মধ্যে ১০০ মিলিয়ন দরিদ্র পরিবারের দৈনিক মাথাপিছু আয় ১ ডলারের অধিক উন্নীত করা।

আলোক শিখায় আলোকিত মৌসুমী দত্ত

চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের প্রায় প্রবেশ দ্বারেই অবস্থিত কর্ণেল হাট বাজার। বাজার ধরে একটু পশ্চিম পাশে এগোলেই রাস্তার ডান পাশে ১০-১২টি পরিবারের সমন্বয়ে গঠিত ক্ষুদ্র একটি মহল্লায় প্রায় শ খানেক সনাতন ধর্মের লোক বসবাস করে। এই মহল্লায় বসবাসরত আলোকিত এক নারীর নাম মৌসুমী দত্ত। পৈত্রিক নিবাস আনোয়ারা উপজেলায় হলেও বিয়ের পর থেকেই স্বামী সুলাল দত্তের সাথে গত ১৫ বৎসর ধরে কর্ণেল হাট এলাকায় বসবাস করে আসছে। মৌসুমী দত্তের বাস গৃহে প্রবেশ করলেই

বুঝা যায় দরদী কোন হাতের ছোঁয়ার পরশে এই সংসারটি সদা সর্বদা সতেজ থাকে। ৯ম ও ৩য় শ্রেণীতে পড়ুয়া দুই ছেলে সন্তান এবং স্বামী-স্ত্রী ২ জন সহ ৪ সদস্যের এই পরিবারটির বসবাসের জন্য মাত্র ২ টি রুম বরাদ্দ। এর মধ্যে আবার এক রুমে মোমবাতি তৈরীর ৪টি ভাইস। অনুসন্ধানে জানা গেল এই রুমটিতেই (রেজিঃ নং-১৩৬১৩, লাইসেন্স নং-১৬৩০০) আর.এম.ফুড এন্ড কেমিক্যালস কোং এর মোমবাতি প্রস্তুত করা হয়। এই কারখানার প্রধান কারিগর মৌসুমী দত্ত। তার স্বামী সুলাল দত্ত মোম তৈরীর কাঁচামাল ক্রয়, তৈরীকৃত মোমের বাজারজাতকরণ থেকে শুরু করে অন্যান্য আনুষাঙ্গিক বিষয় সমূহ দেখাশোনা করলেও মোমবাতি প্রস্তুতের কারিগরী বিষয় সমূহ এক কথায় কারিগরের দায়িত্ব পালন করে মৌসুমী দত্ত। মোমবাতি তৈরীর কারিগরী দিক সম্পর্কে প্রশ্ন করা হলে খুব তড়িৎগতিতে মৌসুমী মোমবাতি তৈরীর পদ্ধতি হাতে কলমে দেখানোর পাশাপাশি ধারাবর্ণনা করেন। মোমবাতি তৈরীর সময়কালে যে বিষয়টির প্রতি মৌসুমী সবচেয়ে বেশী খেয়াল রাখেন তা হল পণ্যের গুনগত মান। এবং মোমবাতি তৈরীর সময়কালে যাতে শব্দ দূষণ এবং পরিবেশ দূষণের মত কিছু না ঘটে। ২০০৪ সাল থেকে মৌসুমী দত্ত ও তার স্বামী এই মোমবাতির ব্যবসা করে আসছে। কিন্তু নিজস্ব পরিবহন ব্যবস্থা না থাকায় পণ্য পরিবহনে তাদের যথেষ্ঠ সমস্যা হত। এই প্রোপটে মৌসুমী ২০০৬ সালে পিকেএসএফের উন্নয়ন সহযোগি সংস্থা ঘাসফুল সমিতির সদস্য হয়। এবং ঘাসফুল থেকে ৭ হাজার টাকা ঋণ নিয়ে একটি রিক্সা ভ্যান ক্রয় করে। এই ভ্যানটি ব্যবসার গতিশীলতা আরো বেগবান করেছে বলে মৌসুমীর বিশ্বাস। এর পর থেকেই ব্যবসার ক্ষেত্র অনেক প্রসারিত হওয়ার কারণে মৌসুমীকে অনেক ক্ষেত্রে অতিরিক্ত শ্রমিক নিয়োজিত করতে হয়। এই শ্রমিকের দায়িত্ব পালন করে এলাকার অনেক গৃহিনীর বাড়তি আয়ের সংস্থান হচ্ছে। আয় বৃদ্ধিমূলক কর্মকান্ডের পাশাপাশি মৌসুমী ঘাসফুল পরিচালিত বিভিন্ন মুখী সমাজ সচেতনতামূলক কর্মকান্ডের সঙ্গে সক্রিয় ভাবে জড়িত। স্নাতক ডিগ্রী ধারী মৌসুমী বসার ঘরটিতে সকাল ও বিকালে এলাকার অনেক নিম্ন আয়ের পরিবারের সন্তানদের নাম মাত্র মূল্যে অনেক ক্ষেত্রে বিনামূল্যে প্রাইভেট পড়ানো হয়। মৌসুমী গৃহের পাঠশালার শিক্ষার্থীরা এলাকার শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সমূহ হতে বিভিন্ন সময়ে কৃতিত্বের স্বাক্ষর রেখেছে। পুরো এলাকার নারী ও শিশুদের মাঝে মৌসুমী একটি বাতিঘরের ভূমিকা পালন করে যাচ্ছে।

ঘাসফুল আয়োজিত নার্সিংবসের আলোচনা সভায় বক্তব্য রাখছেন মৌসুমী দত্ত

একজন সফল ও সচেতন উদ্যোক্তা জমির উদ্দীন

মোহাম্মদ জমির উদ্দীন চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের আওতাধীন পাঠানটুলি, ১ নং নজু ভান্ডার লেইনের এক ভদ্র স্থায়ী বাসিন্দা। ১৯৯৯ সালে পিকেএসএফের উন্নয়ন সহযোগী সংস্থা ঘাসফুলের দৈনিক সঞ্চয় ও ঋণ কার্যক্রমের ৬ নং কাস্টারের সদস্য হয়। প্রথম দফায় ঘাসফুল থেকে সাত হাজার টাকা ঋণ হিসাবে নেয়। এই ঋণের টাকা দিয়ে তার, মেগনেট পাট্টা, পিতল সহ বিভিন্ন প্রয়োজনীয় সরঞ্জাম ক্রয় করে। ক্রয়কৃত সরঞ্জামাদী ব্যবহার করে নিজের হাতে তৈরীকৃত প্রথম ওয়েল্ডিং মেশিনটি ১২ হাজার টাকায় বিক্রি করে। সময় গড়ানোর সাথে সাথে জমির উদ্দীনের ব্যবসা সম্প্রসারণ হতে থাকে এবং এবং ঋণের সিলিং এর পরিমাণ ও বৃদ্ধি পেতে থাকে। ঘাসফুল ক্ষুদ্র ঋণ কার্যক্রমের আওতায় ১৯৯৯ সালে ৭ হাজার, ২০০০ সালে ১০ হাজার, ২০০২ সালে ২০ হাজার, ২০০৩ সালে ৩০ হাজার এবং ২০০৪ সালে ৩০ হাজার সহ মোট ৯৭ হাজার টাকা ঋণ গ্রহণ করে। ক্ষুদ্র ঋণ গ্রহীতা হিসাবে সে যথেষ্ট সফলতার পরিচয় দেয়। ২০০৪ সালে ঘাসফুল জমির উদ্দীনকে ৬০ হাজার টাকা ঋণ প্রদানের মাধ্যমে ঘাসফুল ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা কার্যক্রমের সদস্য করে নেয়। এরই ধারাবাহিকতা ধরে জমির উদ্দীন ২০০৫ সালে ৮০ হাজার, ২০০৬ সালে ৮০ হাজার, ২০০৭ সালে এক লক্ষ এবং ২০০৮ সালে এক লক্ষ টাকা ঋণ গ্রহণ করে। গত ৯ বৎসরে সে ঘাসফুল থেকে ক্ষুদ্র ও উদ্যোক্তা ঋণের আওতায় মোট ৪ লক্ষ ৩৭ হাজার টাকা ঋণ গ্রহণ করে। ঋণের যথাযথ ব্যবহারের মাধ্যমে ব্যবসার লভ্যাংশ থেকে সে নিজের ২ মেয়েকে বিয়ে দেওয়ার পাশাপাশি নিজের থাকার ঘরটিকে আরো সম্প্রসারণ করেছে। গৃহের বর্ধিত অংশ থেকে সে এখন ভাড়া বাবদ প্রতিমাসে ৩ হাজার টাকা আয় করে। ঘাসফুল ক্ষুদ্র ঋণ কার্যক্রমের সদস্য হওয়ার পর থেকে জমির উদ্দীন কর্তৃক গৃহীত ঋণের সব টাকাই ওয়েল্ডিং মেশিন তৈরীর সরঞ্জামাদী ক্রয় এবং পারিবারিক ব্যয় নির্বাহের কাজে ব্যবহার করা হয়। ঋণের যথাযথ ব্যবহারের মাধ্যমেই গড়ে তোলা নিজের মালিকানাধীন প্রতিষ্ঠান পারভেজ ইলেকট্রিক আজ দীর্ঘদিন ধরে সফলতার সাথে ব্যবসায়িক কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছে। বর্তমানে ২২০ ও ৪৪০ ভোল্টের একটি ওয়েল্ডিং মেশিন তৈরীতে তার খরচ পড়ে ১২ থেকে ১৩ হাজার টাকা। বিক্রি হয় ২৪ থেকে ২৫ হাজার টাকায়। সে জানায় ব্যবসায় ঝুকি কমানোর লক্ষ্যে কখনোই মেশিন তৈরী করে ফেলে রাখেনা। অর্ডার অনুসারেই সে মেশিন তৈরী করে এবং সাপ্লাই দেয়। বড় ধরনের অর্ডারের ক্ষেত্রে চুক্তি ভিত্তিক শ্রমিক নিয়োগ করে। নিজেকে ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা হিসাবে প্রতিষ্ঠার পাশাপাশি জমির উদ্দিন সামাজিক বিভিন্ন সচেতনতা মুলক কর্মকান্ডের সাথে জড়িত। বিশেষ করে শিশু শ্রম ও যৌতুক বিরোধী কর্মকান্ডে তার ভূমিকা সব সময় অগ্রগামী। জমির উদ্দিন যে ধরণের প্রতিষ্ঠান পরিচালনা করে এই ধরনের প্রতিষ্ঠানে শিশু শ্রম একটি সাধারণ বিষয়। কিন্তু জমির উদ্দিন জানায় প্রাপ্ত বয়স্ক একজন শ্রমিক রাখতে গেলে তাকে ৫ থেকে ৭ হাজার টাকা বেতন দিতে হয়। বিপরীতে মাসিক মাত্র ১ হাজার টাকা দিয়ে সে সহজেই শিশু শ্রম ক্রয় করতে পারে। অর্থের এই লোভ তার মধ্যে কাজ করে না। অনেক সময় প্রাপ্ত বয়স্ক শ্রমিকের অভাবে তাকে অর্ডার ফিরিয়ে দিতে হয়। তারপরেও সে শিশু শ্রমের সাথে কোন প্রকার আপোষ করে না।

নিজের তৈরীকৃত ওয়েল্ডিং মেশিনের পাশে উদ্যোক্তা

লেখক : উন্নয়ন কর্মী, ঘাসফুল

চির শান্তি ও রুহের মাগফেরাত কামনায় ঘাসফুল পরিবার

মরহুম লুৎফুর রহমানের ৮ম মৃত্যুবার্ষিকী

বিশিষ্ট কর উপদেষ্টা, ঘাসফুলের প্রধান পৃষ্টপোষক ও আজীবন সদস্য মরহুম লুৎফুর রহমান ১ ডিসেম্বর ১৯২৫ সালে নওগাঁ জেলার নেয়ামতপুর উপজেলার এক সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। চট্টগ্রাম বার কাউন্সিলের আয়কর উপদেষ্টা হিসাবে তাঁর বর্ণাঢ্য কর্মজীবন শুরু হয়। পেশাগত দায়িত্ব পালন কালে তিনি সুনাম ও সততার সাথে দায়িত্ব পালন করেছেন। পেশাগত দায়িত্ব পালনের পাশাপাশি তিনি সব সময় ঘাসফুলের বিভিন্ন কর্মকান্ডে পরামর্শ ও সার্বিক সহযোগিতা প্রদান করেছেন। এ ছাড়াও তিনি চট্টগ্রাম মা ও শিশু হাসপাতাল, রোগী কল্যান সমিতি এবং পরিবার কল্যান সমিতির আজীবন সদস্য ছিলেন। ২০০০ সালের ১ আগস্ট এই কীর্তিমান পুরুষ পৃথিবীর বন্ধন ছিন্ন করে সকলের প্রিয় এম এল রহমান পরলোক গমণ করেন। মরহুমের ৮ম মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষ্যে গত ১ আগস্ট ২০০৮ তারিখে পশ্চিম মাদার বাড়ীস্থ রেলওয়ে পাম্প হাউজ জামে মসজিদে বাদ আছর মরহুমের আত্মার মাগফেরাত কামনায় মিলাদ মাহফিলের আয়োজন করা হয়।

মরহুমা শাহানা আনিসের ২য় মৃত্যুবার্ষিকী

গত ২২ আগস্ট ২০০৮ সালে পালিত হয়ে গেল ঘাসফুল নির্বাহী কমিটির সাবেক সভানেত্রী মরহুমা শাহানা আনিসের ২য় মৃত্যুবার্ষিকী। মরহুমা শাহানা আনিস ১৯৯৩ সাল থেকে ২০০৩ সাল পর্যন্ত অত্যন্ত দক্ষতা ও যোগ্যতার সাথে ঘাসফুল নির্বাহী কমিটির সভানেত্রীর দায়িত্ব পালন করেছেন। ২০০৩ সাল থেকে মৃত্যুর আগ পর্যন্ত তিনি ঘাসফুল উপদেষ্টা কমিটির সম্মানিত উপদেষ্টা হিসাবে দায়িত্ব পালন করেন। দায়িত্ব পালন কালে ঘাসফুলের উন্নয়ন যাত্রায় মরহুমার অসামান্য অবদানের কথা ঘাসফুলের প্রতিটি সদস্যের অন্তরে চির জাগরুক হয়ে থাকবে। ঘাসফুল সাধারণ পরিষদ, নির্বাহী পরিষদ সহ ঘাসফুল পরিবারের সকল সদস্যবৃন্দ ২য় মৃত্যু বার্ষিকীতে মরহুমার আত্মার মাগফেরাত কামনা করেন।

বালির ক্ষুদ্র ঋণ সামিট

(৩য় পৃষ্ঠার পর) Mrs Susilo, গ্রামীন ব্যাংকের ব্যবস্থাপনা পরিচালক ডঃ মুহম্মদ ইউনুস, মাইক্রোক্রেডিট সামিট ক্যাম্পেইনের Mr Sam Daley-Harris, পেরুর প্রাক্তন প্রেসিডেন্ট Dr Alejandro Toledo, হন্ডুরাসের প্রেসিডেন্ট Mr Manuel Zelaya ব্যাংক ইন্দোনেশিয়ার গর্ভনর, বালির গর্ভণর সহ সামরিক ও বেসামরিক কর্মকর্তা মিলে পৃথিবীর বিভিন্ন রাষ্ট্রের প্রায় ১ হাজারের বেশী প্রতিনিধি উপস্থিত ছিলেন। Field visit, Planning session, Workshop session, Day long course, Council meeting, Associates session এই ৬ টি এজেন্ডার ভিত্তিতে সামিট পরিচালিত হয়। প্রতিটি ইস্যু ক্ষুদ্র ঋণ ভিত্তিক হলেও সামিট এর ওয়ার্কশপ সেশনগুলো Future of microfinance, Problem of urban slum, Regulates MFI, Governance, commercial bank, Progress of microfinance, Cost and Productivity, Challenges, Information technology, Micro insurance, Gender, Energy, Environment প্রভৃতি বিষয়ের উপর ভিত্তি করে ২৪ টি সেশনে বিভক্ত ছিল। এশিয়া প্যাসিফিক রিজিওনাল মাইক্রোক্রেডিট সামিটের একটি বিশেষত্ব পরিলক্ষিত হয়েছে যে এখানে মাইক্রোক্রেডিট রেগুলারিটি অথরিটি, পরিবেশ ও প্রকৃতি সংরক্ষণ, জেন্ডার ইস্যু, শক্তির চাহিদা ও যোগান প্রভৃতি বিষয়গুলোর সাথে ক্ষুদ্র ঋণের সম্পৃক্ততা পর্যালোচিত হয়। এ ক্ষেত্রে দক্ষ ও অভিজ্ঞ Practitioner গণ নিজেদের অভিজ্ঞতা শেয়ার করেন এবং অন্যদের সুপারিশের প্রেক্ষিতে একটি অধিক গ্রহনযোগ্য নীতিমালা তৈরীতে প্রস্তুত হন। ইন্দোনেশিয়ার ক্ষুদ্র ঋণের অভিজ্ঞতা সারা বিশ্বের অংশগ্রহনকারীদের আকৃষ্ট করতে সক্ষম হয়েছে। সেখানে কেন্দ্রীয় ব্যাংক ও বিশেষায়িত ব্যাংকগুলো ক্ষুদ্র ঋণের মাধ্যমে ইন্দোনেশিয়ায় যে ইতিবাচক পরিবর্তনের সূচনা করেছে তা সামিটে অংশগ্রহনকারীদের আকৃষ্ট করে। বালির ক্ষুদ্র ঋণ সামিট অভিজ্ঞতা বিনিময়ের মাধ্যমে ক্ষুদ্র ঋণের পথচলাকে সমৃদ্ধ করেছে এবং ভবিষ্যৎ ক্ষুদ্র ঋণের নীতি ও প্রভাবকে করেছে সুস্পষ্ট।

মাইক্রোক্রেডিট সামিট ক্যাম্পেইনের Mr Sam Daley-Harris ও নোবেল বিজয়ী ডঃ মোহাম্মদ ইউনুস এর মাঝে লেখক

এশিয়ান ইউনিভার্সিটি ফর উইমেন, চট্টগ্রামের শিক্ষার্থীদের ঘাসফুল শিক্ষা কার্যক্রম পরিদর্শন

এশিয়ান ইউনিভার্সিটি ফর উইমেন, চট্টগ্রামের শিক্ষার্থীরা গত ৩০ জুলাই ২০০৮ তারিখে ঘাসফুল এনএফপিই স্কুলের কার্যক্রম পরিদর্শন করেন। AUW এর শিক্ষার্থীরা নিজেদের দৈনন্দিন পাঠ্য কার্যক্রম Photo essay on a variety of subjects এর অংশ হিসাবে ঘাসফুল পশ্চিম গোসাইল ডাঙ্গা ও বেপারী পাড়া এনএফপিই স্কুলের কার্যক্রম পরিদর্শন করেন। পরিদর্শন কালীন সময়ে AUW এর শিক্ষার্থীরা শিশু শিক্ষা, এতিম শিশু, গৃহহারা শিশু প্রভৃতি বিষয়ের উপর ছবি সংগ্রহ করেন। পরবর্তীতে পরিদর্শনকারীরা এনএফপিই স্কুলের শিক্ষার্থীদের সাথে কিছু আনন্দ ঘন সময় কাটান। AUW এর শিক্ষার্থীরা এনএফপিই স্কুলের শিক্ষার্থীদের মাঝে চকোলেট সহ বিভিন্ন রকম সামগ্রী প্রদান করেন। এবং এনএফপিই স্কুলের শিক্ষার্থীরা একটি মনোমুগ্ধকর সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান পরিবেশন করেন।

এনএফপিই স্কুলের শিক্ষার্থীদের মাঝে AUW শিক্ষার্থীবৃন্দ

ঘাসফুলের উদ্যোগে চিকিৎসা শিবির পরিচালিত

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশে সরকারের স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যান মন্ত্রনালয়ের আওতায় স্বাস্থ্য, পুষ্টি ও জনসংখ্যা কার্যক্রম পরিচালনার নির্মিত্তে ঔষধপত্র, চিকিৎসা সামগ্রী, জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রন সরঞ্জাম-সামগ্রী, শিশুদের জন্য পুষ্টি জাতীয় খাদ্য বিতরণ করার লক্ষ্যে ২০০৭-০৮ অর্থ বছরের ৩-২৭০১-০০০১-৫৯৬৫ কোডে ৪ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়। মা ও শিশু স্বাস্থ্য এবং জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রনে বিশেষ অবদানের স্বীকৃতি স্বরূপ স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যান মন্ত্রনালয় উন্নয়ন সংস্থা ঘাসফুল অনুকূলে ১ লক্ষ টাকা প্রদান করে। অনুদানের অর্থ হতে গত ৪ আগস্ট ২০০৮ তারিখে নগরীর তুলাপুকুর পাড় এলাকায় চিকিৎসা শিবির পরিচালনা করা হয়। উক্ত চিকিৎসা শিবিরে ৯ জন ছেলে শিশু, ১০ জন মেয়ে শিশু এবং ৪৫ জন মহিলাসহ মোট ৬৪ জন রোগীকে বিনামূল্যে স্বাস্থ্য পরীক্ষা, ব্যবস্থাপত্র প্রদান এবং প্রয়োজনীয় ঔষধ সরবরাহ করা হয়।

পিকেএসএফ ঋণ তহবিল

ঘাসফুল ২০০৪ সাল থেকে পিকেএসএফের উন্নয়ন সহযোগি সংস্থা হিসাবে কারিগরী ও আর্থিক সহযোগিতা গ্রহণ করে আসছে। এরই অংশ হিসাবে ৩০ সেপ্টেম্বর ২০০৮' পর্যন্ত গ্রামীন, নগর, ক্ষুদ্র উদ্যোগী, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও অতিদরিদ্র খাতে সর্বমোট ১১ কোটি ২১ লক্ষ টাকার ঋণ সহায়তা গ্রহণ করে। বিপরীতে ২ কোটি ৩৬ লক্ষ ৪৩ হাজার ৩৪ টাকা ফেরত প্রদান করে। ঘাসফুল বরাবর পিকেএসএফের ঋণ স্থিতির পরিমাণ ৮ কোটি ৮৪ লক্ষ ৫৬ হাজার ৬ শত ৩৬ টাকা।

ঘাসফুল সমন্বিত উন্নয়ন কর্মসূচী সঞ্চয় ও ঋণ কার্যক্রম

আয় বৃদ্ধিমূলক কর্মকান্ডের সাথে কর্মএলাকার নারীদের সম্পৃক্ত করার মাধ্যমে নারী ক্ষমতায়ন অব্যাহত রাখার লক্ষ্যে ঘাসফুল বিভিন্ন মুখী দেশের ৫ টি জেলায় ক্ষুদ্র ঋণ ও সচেতনতামূলক কার্যক্রম পরিচালনা করছে। নিম্নোক্ত ছকে ৩০ সেপ্টেম্বর ২০০৮' পর্যন্ত সংস্থার সঞ্চয় ও ঋণ কার্যক্রমের তথ্য সমূহ দেখানো হলোঃ

বিষয়	সদস্য	ঋণী সদস্য	সঞ্চয় স্থিতি (টাকা)	ক্রমপুঞ্জীভূত ঋণ বিতরণ(টাকা)	ক্রমপুঞ্জীভূত ঋণ আদায় (টাকা)	ঋণ স্থিতি (টাকা)
নগর ক্ষুদ্র ঋণ	১৮১৫২	১৪২০০	৭১২৬১৪৯৬	১০৪৬২৮৩০০০	৯৪৪৮৭৮৩৮৯	১০১৪০৪৬০৭
গ্রামীন ক্ষুদ্র ঋণ	৯০৬৭	৭৬১৪	১৩৫৭৪৮৫৩	১৭২২৮১০০০	১৩২১১৭৩৭৪	৪০১৬৩৬২৫
ক্ষুদ্র উদ্যোগী ঋণ	১৭৯২	১৬১১	২৮৬২৯৩০২	১৬১৭৪৫০০০	১২২৩৭১৬২১	৩৯৩৭৩৩৮০
দৈনিক ঋণ	২৮২১	১৮০৬	১০৭৩০৫৪৭	৯৬২৬৯৪০০	৮০০৪৯৯৩৪	১৬২১৯৪৬৭
দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ঋণ	--------	-------	------------	৪৩৯২০০০	৩৯১৩৬২২	৪৭৮৩৭৯
অতি দরিদ্র ঋণ	২২৪	২০৬	৮৩০০০	৭৫৬০০০	৪১১৫৩৯	৩৪৪৪৬২
সর্বমোট	৩২০৫৬	২৫৪৩৭	১২৪২৭৯১৯৮	১৪৮১৭৯৬৪০০	১২৮৩৭৪২৪৮০	১৯৭৯৮৩৯২০

বীমা দাবী পরিশোধ

ঘাসফুল মাদারবাড়ী ৪ শাখার মৃত সদস্যের মনোনীত নমিনি বরাবর সঞ্চয়ের টাকা ফেরত দিচ্ছেন সংশ্লিষ্ট শাখার আঞ্চলিক ব্যবস্থাপক টুটন কুমার দাশ সহ অন্যান্য কর্মকর্তাবৃন্দ

ক্ষুদ্র ঋণ কার্যক্রমের সবচেয়ে বড় সফলতা হচ্ছে নারী ক্ষমতায়ন। ঘাসফুল সঞ্চয় ও ঋণ কার্যক্রমের প্রায় শতভাগ সদস্যই মহিলা। উপকারভোগী মহিলারা আয় বৃদ্ধিমূলক কর্মকান্ডের সাথে নিজেদের সম্পৃক্ত করে নিজের আর্থসামাজিক অবস্থার পরিবর্তনের পাশাপাশি পুরো পরিবারের ভাগ্যউন্নয়নে অবদান রেখে চলছেন। ফলে ঘাসফুল ক্ষুদ্র ঋণ কার্যক্রমের সদস্যদের উপর পরিবারের অন্যান্য সদস্যদের নির্ভরশীলতা তৈরী হয়। এমতাবস্থায় কোন উপকারভোগী সদস্য মারা গেলে তাঁর পরিবারকে ঋণ পরিশোধের অনিশ্চয়তার হাত থেকে রক্ষা করার বিধি হিসাবে ঘাসফুল ২০০৪ সাল থেকে ক্ষুদ্র ঋণের বিপরীতে বীমা পলিসি পরিচালনা করে আসছে। গত ৩ মাসে (জুলাই-সেপ্টেম্বর ২০০৮) ঘাসফুল মাদারবাড়ী ১ শাখার ৩ জন, মাদারবাড়ী ২ শাখার ২ জন, মাদারবাড়ী ৩ শাখার ১ জন, মাদারবাড়ী ৪ শাখার ১ জন, কালারপোল শাখার ১ জন, সরকার হাট শাখার ১ জন, নজুমিয়ারহাট শাখার ২ জন এবং বহদ্দারহাট শাখার ১ জন সহ মোট ১২ জন সদস্য মৃত্যুবরণ করেন (ইন্নালিল্লাহে ওয়া ইন্না ইলাইহে রাজেউন)। উল্লেখিত মৃত সদস্যদের নিকট ঘাসফুলের ঋণ স্থিতি ছিল ১ লক্ষ ৩২ হাজার ৯ শত টাকা। সমুদয় টাকা ঘাসফুল বীমা তহবিল হতে পরিশোধ করা হয়। পাশাপাশি সদস্যদের সঞ্চয়ের মোট ৭৭ হাজার ২৭ টাকা প্রত্যাহার ফি ছাড়া তাঁদের মনোনীত নমিনী বরাবর ফেরত দেওয়া হয়।

ঘাসফুল মাদারবাড়ী ১ শাখার মৃত সদস্যের মনোনীত নমিনি বরাবর সঞ্চয়ের টাকা ফেরত দিচ্ছেন ঘাসফুলের সহকারী পরিচালক আবেদা বেগম

বৃক্ষরোপনের আহ্বান

(১ম পৃষ্ঠার পর) যথাযথ পরিচর্যার জন্য সচেতনতা কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়। ব্রিটিশ আমেরিকান টোবাকো বাংলাদেশ (বিএটিবি) এর সহযোগিতায় ঘাসফুল বৃক্ষ রোপন কর্মসূচী ২০০৮ শুরু হয়। বিএটিবি কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে ফলজ, ঔষধি ও বনজ জাতের ১৮ প্রজাতির ৪ হাজার গাছের চারা গ্রহণ করা হয়। গত ১৪ জুলাই ২০০৮ তারিখে চট্টগ্রাম জেলার পটিয়া উপজেলার ৪ নং কোলাগাঁও ইউনিয়ন পরিষদ প্রাঙ্গণে ঘাসফুল ইএসপি স্কুলের ৪৫০ জন শিক্ষার্থীর মাঝে ১ হাজার চারা বিতরণ করা হয়। কোলাগাঁও ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান মোঃ নুর আলী চৌধুরী চারা বিতরণ কার্যক্রমের উদ্বোধন করেন। ঘাসফুল পতেঙ্গা শাখার উদ্যোগে জুলাই মাসের শেষ সপ্তাহ জুড়ে সঞ্চয় ও ঋণ কার্যক্রমের সদস্যদের মাঝে ৫ শত গাছের চারা বিতরণ করা হয়। এর পাশাপাশি ঘাসফুল চাইল্ড নেটওয়ার্ক এর সদস্য সংস্থা ইপসা, ওয়াচ, অর্পন, সমতা মহিলা সমাজ উন্নয়ন সংস্থা ও লীড এর ব্যবস্থাপনায় কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়েছে। পটিয়াস্থ অঙ্কুর সোসাইটি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়, হাটহাজারী থানার চিকনদন্ডী ইউনিয়নের মহাকালী বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়, শৈলবালা সিটি কর্পোরেশন বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়, মোহাম্মদপুর মোহাম্মদীয়া বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়, ফিরোজ শাহ কলোনী সিটি কর্পোরেশন বালিকা উচ্চ বিদ্যালয় ও পটিয়াস্থ দৌলতপুর বহুমুখী বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের মাঝে ২ হাজার ৫ শত গাছের চারা বিতরণ করা হয়। মাস ব্যাপী বৃক্ষ রোপন কর্মসূচীর অংশ হিসাবে ঘাসফুল পরিচালিত এডুকেয়ার কেজি স্কুলের শিক্ষার্থীদের মাঝে চারা বিতরণ কর্মসূচী সম্পন্ন হয়েছে। চারা বিতরণ কর্মসূচী উপলক্ষে গত ২৯ জুলাই ২০০৮ তারিখে ঘাসফুল এডুকেয়ার কেজি স্কুল মিলনায়তনে ঘাসফুল এডুকেয়ার কেজি স্কুলের অধ্যক্ষ (অবৈতনিক) শামসুন্নাহার রহমান পরাণের সভাপতিত্বে পরিবেশ এবং গাছ বিষয়ক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় বক্তারা অভিমত ব্যক্ত করে বলেন একটি ভূখন্ডের পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষা করতে হলে উক্ত ভূখন্ডের মোট এলাকার ২৫ ভাগ বনভূমি থাকা আবশ্যক। কিন্তু বর্তমানে আমাদের দেশে মোট বনভূমির পরিমাণ মাত্র ৯ ভাগ। বনভূমির পরিমান বৃদ্ধি করতে হলে বৃক্ষ রোপন এর পাশাপাশি এর পরিচর্যা ও সংরক্ষণ অতীব জরুরী বিষয়। সভায় বক্তারা সামাজিক বনায়নে সকলকে সম্পৃক্ত হওয়ার আহ্বান জানিয়ে বলেন আমাদের সকলের উচিত দেশীয় জাতের বৃক্ষ রোপনে শিশুদেরকে উৎসাহিত করা। বক্তারা আশংকা প্রকাশ করে আরো বলেন বিদেশী জাতের বৃক্ষ রোপন অদূর ভবিষ্যতে আমাদের পরিবেশের জন্য ভিন্ন ধরনের হুমকী হয়ে দাড়াতে পারে। আলোচনা সভা শেষে অতিথিবৃন্দ শিক্ষার্থীদের মাঝে দেশীয় জাতের ফলজ, বনজ ও ঔষধি গাছের চারা বিতরণ করেন। উল্লেখ্য বিতরণকৃত চারা সমূহ লায়ন্স ইন্টারন্যাশনালস জেলা ৩১৫-B4 এর কাছ থেকে সংগ্রহ করা হয়।

ঘাসফুল এডুকেয়ার কেজি স্কুলের শিক্ষার্থীদের মাঝে গাছের চারা বিতরণ করছেন (বাম থেকে) ঘাসফুলের উপপরিচালক মফিজুর রহমান, পশ্চিম মাদারবাড়ী বালিকা প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষিকা রিতা ঘোষ, ঘাসফুল চেয়ারম্যান শামসুন্নাহার রহমান পরাণ, সিটি ব্যাংক কদমতলি শাখার ব্যবস্থাপক মোস্তাক আহমেদ এবং ঘাসফুল সাধারণ পরিষদের সদস্য হাফিজুল ইসলাম নাসির

প্রজনন স্বাস্থ্য বিভাগের নিয়মিত কার্যক্রম

এক নজরে গত তিন মাসের (জুলাই-সেপ্টেম্বর'২০০৮) ঘাসফুল প্রজনন স্বাস্থ্য বিভাগের কার্যক্রম সমূহ :

সেবার খাত	সেবার পরিমাণ
ক্লিনিকাল সেবা	২৬৬ জন শিশু সহ মোট ১৭৭০ জন রোগীকে ২৫ টি স্থায়ী ক্লিনিক সেশন এবং ৩২ টি স্যাটেলাইট ক্লিনিক সেশন এর মাধ্যমে চিকিৎসা সেবা প্রদান করা হয়েছে।
টিকা দান কর্মসূচী (ইপিআই)	মোট টিকা গ্রহনকারীর সংখ্যা ১১২৮ জন। এর মধ্যে মহিলা গ্রহীতার সংখ্যা ৩৪২ জন এবং শিশু গ্রহীতার সংখ্যা ৭৮৬ জন।
পরিবার পরিকল্পনা	১৮৪২ জন মহিলা এবং ৩৪০ জন পুরুষ সহ মোট গ্রহীতার সংখ্যা ২১৮২ জন। এদের মধ্যে ৩৫৮ জন ইনজেকশন, আইইউডি ৪ জন, ইসিপি ১০ জন, কনডম ৩৪০ জন এবং পিল ১৪৭০ জন।
নিরাপদ প্রসব	ঘাসফুলে কর্মরত ১৫ জন প্রশিক্ষিত ধাত্রীর তত্ত্বাবধানে ১৬২ জন নবজাতক নিরাপদে পৃথিবীর আলোর মুখ দেখেছে। তার মধ্যে ৭৫ জন ছেলে শিশু এবং বাকী ৮৭ জন মেয়ে শিশু।
গার্মেন্টস স্বাস্থ্য সেবা	কর্মএলাকার ৩২ টি গার্মেন্টস এর নারী ও পুরুষ শ্রমিক সহ মোট ৫৯২৭ জন শ্রমিককে স্বাস্থ্য সেবা প্রদান করা হয়েছে।

পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তরের উপ পরিচালক এর ঘাসফুল প্রজনন স্বাস্থ্য বিভাগের কার্যক্রম পরিদর্শন

জনাব এম এম এরশাদ, উপ পরিচালক, পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তর, চট্টগ্রাম গত ৪ সেপ্টেম্বর ২০০৮ তারিখে ঘাসফুল প্রজনন স্বাস্থ্য বিভাগের কার্যক্রম পরিদর্শন করেন। পরিদর্শন শেষে তিনি মন্তব্য করেন অতি দরিদ্রদের ক্ষেত্রে বিনামূল্যে এবং স্বচ্ছল জনগোষ্ঠীর ক্ষেত্রে স্বল্প মূল্যে ঘাসফুল পরিবার পরিকল্পনা সেবা প্রদান করছে। তিনি সেবা কার্যক্রম আরো জোরদার করার জন্য ঘাসফুল কর্তৃপক্ষের নিকট আহবান জানান।

ঘাসফুল কৈশোর মঞ্চ সংবাদ

কর্মশালায় মনোনিবেশরত ঘাসফুল কৈশোর মঞ্চের সদস্যরা

কর্মএলাকার কিশোর কিশোরীদের জীবন দক্ষতা প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে দেশ ও জাতির যোগ্য নাগরিক হিসাবে গড়ে তোলার লক্ষ্যে ঘাসফুল চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের ২৯ ও ৩০ নং ওয়ার্ডে কৈশোর মঞ্চ কার্যক্রম পরিচালনা করছে। ধারাবাহিক কার্যক্রমের অংশ হিসাবে পশ্চিম মাদার বাড়ী গণকল্যান স্কুলে গত ২২ জুলাই, ২১ আগস্ট ও ২১ সেপ্টেম্বর ২০০৮ তারিখে নগরীর ২৯ নং ওয়ার্ডের কৈশোর মঞ্চের সদস্যদের অংশগ্রহনের মাসিক সভা অনুষ্ঠিত হয়। পাশাপাশি নগরীর ৩০ নং ওয়ার্ডের কৈশোর মঞ্চের সদস্যদের মাসিক সভা গত ২৪ জুলাই, ২৬ আগস্ট ও ২৫ সেপ্টেম্বর ২০০৮ তারিখে পশ্চিম মাদার বাড়ীস্থ সেবক কলোনী ঘাসফুল স্কুলে অনুষ্ঠিত হয়। মাসিক সভা সমূহে মানবাধিকার, নারী, শিশু ও কিশোর কিশোরীদের অধিকার, পরিবেশ দূষণ, পানি দূষণ, বায়ু দূষণ, প্রাকৃতিক দূর্যোগ, এইডস রোগের কারণ ও এইডস থেকে বাচার উপায় সহ বিভিন্ন বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়। উল্লেখ্য একশন এইড বাংলাদেশ ও এডিএফ বাংলাদেশের সহযোগিতায় ঘাসফুল কৈশোর মঞ্চের কার্যক্রম পরিচালনা করছে।

ক্ষতিগ্রস্তদের পাশে ঘাসফুল

(১ম পৃষ্ঠার পর) নিচে বসবাস করতে থাকে। দৈনন্দিন খাদ্য তৈরীর জন্য প্রয়োজনীয় তৈজষ পত্রের অভাবে দূর্দশা চরমে উঠে। ক্ষতিগ্রস্তদের দূর্দশা লাগবের উদ্দেশ্যে ঘাসফুল কাট্টলী শাখার উদ্যোগে স্থানীয় ঘাসফুল সমিতির সদস্যদের পরিবারের জন্য প্রয়োজনীয় তৈজষপত্র সরবরাহ করা হয়। উল্লেখ্য যে ঘাসফুল প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকে যে কোন ধরনের দূর্যোগে ক্ষতিগ্রস্তদের সাহায্যার্থে বিভিন্নমুখী কর্মকান্ড পরিচালনা করে আসছে। কর্মকান্ডের মধ্যে রয়েছে দূর্গত এলাকায় জরুরী সাহায্য প্রেরণ এবং জরুরী অবস্থা পরবর্তী কালীন সময়ে তাদেরকে পুনরায় আয়বৃদ্ধিমূলক কর্মকান্ডে সম্পৃক্ত করার লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় আর্থিক ও পরামর্শ সেবা প্রদান করা।

এইডস সচেতনতা

(১ম পৃষ্ঠার পর) পোশাক শিল্প কারখানার শ্রমিকদের মাঝে স্বাস্থ্য সেবা প্রদান সহ অন্যান্য সচেতনতা মূলক কার্যক্রম পরিচালনা করছে। এর মধ্যে অন্যতম হচ্ছে পোশাক শিল্পের সাথে জড়িত যুব সমাজের মাঝে এইচআইভি/ এইডস বিষয়ক সচেতনতা গড়ে তোলা। এরই ধারাবাহিকতা হিসাবে গত আগস্ট মাসে নগরীর পৃথক পৃথক ৫টি পোশাক শিল্প প্রতিষ্ঠান ক্লিফটন ফ্যাশন, এ্যারো ফ্যাশন, রিজী এপারেলস, ট্রেন্ডস্থান ও এভারটেক্স গার্মেন্টস এ এডভোকেসী সভা অনুষ্ঠিত হয়। এডভোকেসী সভার মূল লক্ষ্য ছিল পোশাক শিল্পের সাথে জড়িত সকল স্তরের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের মাঝে এইডস বিষয়ক যথাযথ ধারণা প্রদান করা। এবং নিজ নিজ কারখানায়

পোশাক শিল্পপ্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তাদের সাথে এইডসের ঝুঁকি কমানোর লক্ষ্যে মতবিনিময় করছেন হাসাব ও ঘাসফুল কর্মকর্তাবৃন্দ

শ্রমিকদের এইডসের ঝুকি থেকে মুক্ত করার জন্য কার্যক্রম পরিচালনায় উদ্বুদ্ধ করা। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা মন্ত্রনালয়ের জাতীয় এইডস/ এসটিডি প্রোগ্রামের আওতায়, ইপসা কনসোর্টিয়াম কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন গ্লোবাল ফান্ডের আর্থিক সহায়তায় সেভ দি চিলড্রেন (ইউএসএ) জিএফএটিএম ৯১২রাউন্ড ০৬ এর যৌথ ব্যবস্থাপনায় হাসাবের সহযোগী সংস্থা হিসাবে ঘাসফুল উক্ত কার্যক্রম পরিচালনা করছে। ঘাসফুলের উপ-পরিচালক মফিজুর রহমানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সভা সমূহে গার্মেন্টস কর্মীদের মাঝে এইডস বিষয়ক ঝুঁকি কমানোর বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা করেন ইপসা কনসোর্টিয়ামের প্রকল্প সমন্বয়কারী আকবর রেজা, হাসাবের প্রোগ্রাম এন্ড টেকনিক্যাল স্পেশালিষ্ট ডঃ ভাগ্যধন বড়ুয়া, ঘাসফুলের সহকারী পরিচালক আনজুমান বানু লিমা, হাসাবের প্রোগ্রাম ম্যানেজার গিয়াস উদ্দীন, প্রোগ্রাম অফিসার ফারহানা পারভিন সহ প্রমুখ। সভা সমূহে নিজ নিজ প্রতিষ্ঠানের পক্ষ থেকে অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন ক্লিফটন ফ্যাশন এর ডিজিএম আব্দুল হাই ফারুকী, এ্যারো ফ্যাশনের ডাঃ শেখর চক্রবর্তী, এভারটেক্স গার্মেন্টস এর জনাব লিটন সহ ঘাসফুল প্রজনন স্বাস্থ্য বিভাগের কর্মকর্তাবৃন্দ। এডভোকেসী কার্যক্রমের পাশাপাশি কমিউনিটি পর্যায়ে বিগত ৩ মাসে (জুলাই-সেপ্টেম্বর) ৩০টি শোতে ৫৩৫জন মহিলা ও ৬৫জন পুরুষের মাঝে ভিডিও শো প্রদর্শন করা হয়। এছাড়াও বিগত ৩ মাসে ৬টি পোশাক শিল্প প্রতিষ্ঠানে ১৪৫ ব্যাচে ৫৩২ জন পুরুষ এবং ১৬৪৩ জন মহিলার মাঝে এলএসই (লাইফ স্কিল এডুকেশন) কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়।

স্নেহের পাতা

ঘাসফুল বার্তা

বর্ষ ৭, সংখ্যা ৩, জুলাই-সেপ্টেম্বর ২০০৮

এশিয়ান ইউনিভার্সিটি ফর উইমেন, চট্টগ্রাম ও ঘাসফুলের যৌথ উদ্যোগে কর্মশালা

দক্ষিণ ও দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার উন্নয়নশীল ৭ টি দেশের ১৩১ জন শিক্ষার্থীর ক্যাম্পাস এশিয়ান ইউনিভার্সিটি ফর উইমেন, চট্টগ্রাম (AUW)। AUW এবং উন্নয়ন সংস্থা ঘাসফুলের উদ্যোগে গত ২৯ জুন হতে ৩ জুলাই ২০০৮ পর্যন্ত কর্মশালার আয়োজন করা হয়। বাংলাদেশে এনজিও কার্যক্রমের ধারণায়ন বিষয়ক উক্ত কর্মশালায় স্বাগত বক্তব্য রাখেন ঘাসফুলের নির্বাহী পরিচালক আফতাবুর রহমান জাফরী। স্বাগত বক্তব্য রাখতে গিয়ে তিনি বলেন উপস্থিত শিক্ষার্থীরা সকলেই উন্নয়নশীল বিশ্বের প্রতিনিধি। তৃতীয় বিশ্বের উন্নয়নকামী দেশগুলোর উন্নয়ন মূলক কর্মকান্ডে সরকারের পাশাপাশি উন্নয়ন সংস্থা গুলোও ব্যাপক ভূমিকা রেখে চলছে। কর্মশালায় অংশগ্রহনকারীরা সকলেই নিজ দেশের উন্নয়ন কার্যক্রমে ভূমিকা রাখতে পারবে বলে তিনি আশাবাদ ব্যক্ত করেন। বাংলাদেশে এনজিও এর ইতিহাস,বাংলাদেশের উন্নয়নে এনজিও এর ভূমিকা এবং কর্মকান্ডের পদ্ধতি ইত্যাদি বিষয়ে মুক্ত আলোচনা, দলীয় কার্যক্রম প্রভৃতির মধ্যে দিয়ে কর্মশালা প্রাণবন্ত হয়ে উঠবে। কর্মশালার শেষ দিনে একটি সফল এনজিও এর কেস স্টাডি হিসাবে বেসরকারী উন্নয়ন সংস্থা ঘাসফুলের প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকে শুরু করে গত ৩ যুগের উন্নয়ন কর্মকান্ডের সংক্ষিপ্ত বিবরণ অংশগ্রহনকারীদের মাঝে তুলে ধরা হয়। এবং অংশগ্রহনকারী শিক্ষার্থীরা ঘাসফুলের সমন্বিত উন্নয়ন কার্যক্রমের বিভিন্ন প্রকল্প পরিদর্শন করেন। কর্মশালার সমাপনী পর্বে উপস্থিত ছিলেন ঘাসফুলের প্রতিষ্ঠাতা ও চেয়ারম্যান শামছুন্নাহার রহমান পরাণ, AUW এর পরিচালক ব্র্যাদি সু ও উপ-পরিচালক প্রফেসর রেহেনা আলম। কর্মশালার সমাপনী দিনে AUW কর্তৃপক্ষ এই ধরনের একটি কর্মশালা পরিচালনার জন্য ঘাসফুলকে ধন্যবাদ জানান। ঘাসফুল সহকারী পরিচালক আনজুমান বানু লিমা, লুৎফুল কবির চৌধুরী শিমুল ও মারুফুল করিম চৌধুরী টানা ৫ দিন কর্মশালার সহায়ক হিসাবে উপস্থিত থেকে কর্মশালা সফল করে তোলেন। অংশগ্রহনকারীরা সকলেই ঘাসফুল ও AUW এর, এই ধরনের যৌথ কর্মকান্ডে অভিজ্ঞতা বিনিময়ের মাধ্যমে লব্ধ জ্ঞান স্ব স্ব দেশের আর্থসামাজিক বুনিয়াদ মজবুত করতে ভূমিকা রাখতে পারবে বলে প্রত্যয় ব্যক্ত করেন।

কর্মশালার সমাপনী দিনে অংশগ্রহনকারী, সহায়ক ও অতিথিদের দলীয় ছবি

ঘাসফুলের উদ্যোগে আন্তর্জাতিক স্বাক্ষরতা দিবস পালিত

১৯৬৫ সালের পর থেকে সারাবিশ্বের ন্যায় বাংলাদেশেও ৮ সেপ্টেম্বর আন্তর্জাতিক স্বাক্ষরতা দিবস হিসাবে পালিত হয়ে আসছে। বেসরকারী উন্নয়ন সংস্থা ঘাসফুলের উদ্যোগে আন্তর্জাতিক স্বাক্ষরতা দিবস ২০০৮ পালন উপলক্ষ্যে বিস্তারিত কর্মসূচী গ্রহণ করা হয়। কর্মসূচীর মধ্যে ছিল এনএফপিই (Non Formal Primary Education) স্কুলের শিশুদের মাঝে কবিতা আবৃত্তি ও চিত্রাংকন প্রতিযোগিতা এবং প্রতিযোগিতা শেষে এনএফপিই স্কুলের শিক্ষার্থী, অভিভাবক ও শিক্ষিকাদের অংশগ্রহনে মুক্ত আলোচনা। আলোচনা সভা শেষে এনএফপিই স্কুলের শিক্ষার্থীদের অংশগ্রহনে সংগীতানুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। আলোচনা সভায় ঘাসফুল এনএফপিই স্কুলের শিক্ষিকাগণ বলেন ঘাসফুল এনএফপিই স্কুলের সকল শিক্ষার্থীই সমাজের তৃনমূল, সুবিধাবঞ্চিত ও অবহেলিত জনগোষ্ঠীর প্রতিনিধি। এই ধরনের শিশুদেরকে শিক্ষার মূল ধারায় ফিরিয়ে আনার লক্ষ্যেই ঘাসফুলের শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে।

উপদেষ্টা মন্ডলী
ডেইজি মউদুদ
হাফিজুল ইসলাম নাসির
লুৎফুন্নেসা সেলিম (জিমি)
রওশন আরা মোজাফফর (বুলবুল)

সম্পাদক মন্ডলীর সভাপতি
আফতাবুর রহমান জাফরী

সম্পাদক
শামছুন্নাহার রহমান পরাণ

নির্বাহী সম্পাদক
জহিরুল আহসান সুমন

সম্পাদকীয় পরিষদ
মফিজুর রহমান
আনজুমান বানু লিমা
লুৎফুল কবির চৌধুরী শিমুল

ঘাসফুলের বার্ষিক সাধারণ সভা সম্পন্ন

উন্নয়ন সংস্থা ঘাসফুলের ২০০৭-০৮ অর্থবছরের বার্ষিক সাধারণ সভা গত ৩০ আগস্ট ২০০৮ তারিখে নগরীর একটি রেস্টুরেন্টে সম্পন্ন হয়। ঘাসফুল প্রতিষ্ঠাতা ও চেয়ারম্যান শামছুন্নাহার রহমান পরাণের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সভায় বিগত বছরের সংস্থার সব ধরণের উন্নয়ন কার্যক্রমের উপর বিস্তারিত বিবরণ পেশ করেন সংস্থার নির্বাহী কমিটির সাধারণ সম্পাদক আফতাবুর রহমান জাফরী ও আর্থিক প্রতিবেদন পেশ করেন সংস্থার কোষাধ্যক্ষ শামীমা আক্তার রুবী। সভায় বিগত সভার কার্যবিবরণী পেশ ও কার্যবিবরণী অনুসারে বৎসরের সার্বিক কর্মকান্ডে সন্তোষ প্রকাশ করা হয়। ২০০৮-০৯ অর্থবছরের বাজেট, অডিটর নিয়োগ সহ বেশ কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে সাধারণ পরিষদের সদস্যগণ আলোচনার ভিত্তিতে একমত পোষণ করেন। সাধারণ পরিষদ সদস্যগণ সংস্থার চলমান কার্যক্রমকে আরো বেগবান এবং গতিশীল করার জন্য বেশ কিছু পরামর্শ প্রস্তাব আকারে পেশ করেন। পরিশেষে অতীতের মত ভবিষ্যতেও ঘাসফুল কর্মএলাকার দরিদ্র জনগোষ্ঠীর জীবনমানোন্নয়নে বিভিন্ন ধরনের পদক্ষেপ গ্রহণ করবে এই আশাবাদ ব্যক্ত করে এবং উপস্থিত সকলের দীর্ঘায়ু কামনা করে সভাপতি বার্ষিক সাধারণ সভার পরিসমাপ্তি ঘোষণা করেন। সভা শুরুর পূর্বে ঘাসফুল প্রযোজিত "পরিবেশ উন্নয়ন ও বৃক্ষ রোপন" বিষয়ক একটি ভিডিও চিত্র প্রদর্শন করা হয়।

সভায় বাৎসরিক প্রতিবেদন পেশ করছেন ঘাসফুল নির্বাহী কমিটির সাধারণ সম্পাদক

প্রকাশনা : ঘাসফুল, ১৩৬১ ডি টি রোড পশ্চিম মাদারবাড়ী, জিপিও বক্স : ১০৫৭, চট্টগ্রাম-৪০০০ ফোন : ৭১৪৫১৯, ফ্যাক্স : ২৫১০৩২৯, মোবাইল : ০১১৯৯-৭৪১১৬৬
ই-মেইল : ghashful@ghashful-bd.org ওয়েবসাইট : www.ghashful-bd.org